মৌবনের দেয়া সেলাই মেশিন পেয়ে খুশি রত্মা খাতুন

‘আমার জীবনযুদ্ধে এই সেলাই মেশিনটি হবে একটি অবলম্বন। এখন মনে অনেক সাহস পাচ্ছি। আপাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।’ নতুন একটি সেলাই মেশিন পেয়ে এভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেছে রত্মা খাতুন। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার এসএমএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। তার মতো আরো বেশ কয়েকজনকে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ার মৌবন পরিচালিত ‘নারী বাতায়ন’ সংস্থার সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনী এগুলো বিতরণ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে ছোট রত্মা খাতুন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বাবা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় তকার মা মারা গেলে এতিম হয়ে পড়ে রত্মা খাতুন।

সপ্তম শ্রেণিতে পড়ালেখা করা এই কিশোরী নিজের ইচ্ছা শক্তিতেই সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে মোটামুটি কাজ শুরু করেন। তবে নিজের একটা সেলাই মেশিন পেলে তার উপকারে লাগতো বলে অভিমত প্রকাশ করে। বিষয়টি জানতে পেরে মৌবন পরিচালিত নারী বাতায়নের উদ্যোগে সেলাই মেশিন উপহার দেন।

মৌবন আঙ্গিনায় শুক্রবার দুপুরে রত্মা খাতুনের হাতে সেলাই মেশিনটি তুলে দেন মৌবনের সিইও হাবিবুল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌবনের জেনারেল ম্যানেজার মোশাররাফুল হক বকুল, ম্যানেজার আশিকুজ্জামান রনি, মীর তনিমা ও সাংবাদিক এস এম জামাল।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রত্মা খাতুন বলেন, আজকের ◌্এই উপহার হিসেবে পাওয়া সেলাই মেশিনটি দিয়ে আমার নিজের পড়ালেখা চালানোসহ পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে বাসায় থেকে সেলাইয়ের কাজ করবেন বলে জানান। সেলাই মেশিন পেয়ে আমি অনেক খুশি। এজন্য তিনি মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আঞ্জুম জনীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবক ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক নারী বাতায়ন এর

সভাপতি সাফিনা আঞ্জুম জনী বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষের উচিত অসহায় লোকজনের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সামান্য সহায়তায় একটি পরিবারের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হতে পারে। আজকের এই আয়োজন তারই প্রমাণ। তিনি বলেন,‘সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এতিমসহ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী ও বৃদ্ধসহ শিশুদের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করছি মৌবনের সহায়তায় নারী বাতায়নের মাধ্যমে। এছাড়াও মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র মেধাবীদের শিক্ষা সহায়তাসহ নানান ধরনের সহযোগীতার হাত বাড়ানো হয়ে থাকে। আমরা সবাই মিলে উদ্যোগ নিলে এই তাদের দুর্ভোগ অনেকটা কমানো সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, নারীদের উন্নয়ন ও নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছে নারী বাতায়ন সংস্থাটি। যেটির উদ্যোগে রয়েছে মৌবন।

কুষ্টিয়ায় বিদেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলিসহ আটক-২

কুষ্টিয়ায় গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিদেশী পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলিসহ রনি (২০) ও ওহিদুল ইসলাম (২১) নামের দুইজনকে আটক করেছে।

রবিবার (২১ আগস্ট) দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়নের গাছের দিয়াড় গ্রামের আসরাফ মোড় এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়৷

আটককৃতরা হলেন ভেড়ামারা উপজেলার দোলুয়া গ্রামের আসমত আলীর ছেলে রনি ও একই এলাকার জোয়াদ আলীর ছেলে ওহিদুল ইসলাম।

পুলিশ জানায়, কুষ্টিয়া ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে এসআই অরুণ কুমার, এএস আই আশরাফুল ইসলাম সহ ডিবির একটি চৌকস অভিযানিক দল দৌলতপুর গাছেরদিয়াড় এলাকায় কয়েকজন অবৈধ অস্ত্র নিয়ে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে আটক করে। এসময় তাদের দেহ তল্লাশি করে একজনের কোমরে গোঁজা দুই রাউন্ড গুলি সহ একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ নাসির উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে দুইজন ব্যাক্তিতে বিদেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি সহ আটক করা হয়েছে। আসামীদের বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় অস্ত্র আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দৌলতপুরে পদ্মার চরে বাদাম তোলায় ব্যস্ত কৃষক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদীতে মাইলের পর মাইল চর পড়েছে। বন্যার পর চরের মাটিতে পলি জমায় মাটি র্উবর হওয়ায় অতিরিক্তি সার, সেচ, কীটনাশক দিতে হয় না। ফলে বীজ রোপণের তিন মাসের মধ্যেই বাদাম তোলা হচ্ছে। চরজুড়ে এখন বাদাম তোলার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষীরা।

দৌলতপুরে উৎপাদিত বাদামের মান ভালো হওয়ায় প্রতি বছরই দশেরে বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এসে এখান থেকে বাদাম কিনে নিয়ে যায়। রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর চরসহ বিভিন্ন চরে কৃষকেরা বাদামের চাষ করেছেন।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়রেনর চরাঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, কৃষাণ-কৃষাণীরা ক্ষেত থেকে এখন বাদাম তোলায় ব্যস্ত।

চলতি মৌসুমে চরাঞ্চলে প্রায় ৮৯০ হেক্টর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হয়েছে। বিঘাপ্রতি ৭-৯ মণ হারে ফলন পেয়েছেন। ৩ হাজার ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করে খরচ বাদ দিয়ে লাভ হওয়ায় দরিদ্র চাষিদের মুখে হাসি ফিরেছে।